সাম্প্রতিক

ড. এ কে এনামুল হক

দুর্নীতির ক্যাসিনো তত্ত্ব এবং...

হঠাৎ করেই চারদিকে রব রব। দুর্নীতির রব এখন চারদিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, পুলিশ, ব্যাংক কর্মকর্তা, ছাত্রনেতা, যুবনেতা থেকে শুরু করে রিকশাওয়ালা কাম শিল্পপতি সবাই যেন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে গেছেন। সবাই একই কাতারে! কারো বিরুদ্ধে বিনিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ, কারো বিরুদ্ধে টেন্ডারবাজির; কেউ ঋণ বিতরণ বা পুনর্বিতরণ, কেউ টেন্ডারের কমিশন, কেউ জড়িত ক্যাসিনো ব্যবসায়। বিষয়টি প্রায় এড়িয়ে যাচ্ছিলাম, কারণ সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে বলেই এত আলোচনা। তাই অপেক্ষায় আছি শেষ পর্যন্ত জল কতদূর যায় তা দেখার। কিন্তু বিপত্তি বাধল ক্লাস নিতে গিয়ে।

ক্লাসের পর ছাত্রছাত্রীরা আসে তাদের যত চিন্তা প্রকাশ করতে। এরই মধ্যে একজন এসে বলল, স্যার, আমার গবেষণার বিষয় ঠিক করেছি, তা নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই। খুশির খবর। ছাত্রদের মাথায় গবেষণা বিষয়টি ঢোকাতে আমরা গলদ্ঘর্ম হচ্ছি। যতই বলছি গবেষণা আর গরুর রচনা এক নয়। কিন্তু তারা তা-ই করে বসছে। 'গবেষক' ছাত্ররা গরু নিয়ে এতই ব্যস্ত যে তাদের আমরা যা নিয়েই গবেষণা করতে বলি না কেন, তারা শেষ পর্যন্ত গরুর রচনাই লেখে। অর্থাৎ তাদের যে এককালে শেখানো হয়েছিল কী করে রচনা লেখা হয়, তারা সেই যুগেই রয়ে গেছে। একই জিনিস বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে কাট-পেস্ট করে কিছু একটা দাঁড় করানোর ব্যর্থ প্রয়াস তারা করে। এই ছাত্র যখন তার নিজের গবেষণার একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে এসেছে তখন ভালোই লাগল। বললাম, তুমি কী নিয়ে গবেষণা করতে চাও? স্যার, আমি জানতে চাইছি ক্যাসিনো চালু করলে দেশের অর্থনীতির কী পরিমাণ লাভ হয়? কিছুটা অবাক। ভাবলাম সে হয়তো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ক্যাসিনো ব্যবসায়ীদের হেনস্তা দেখে বিষয়টি নিয়ে ভাবছে! বললাম, পৃথিবীর এত সমস্যা থাকতে তোমাকে ক্যাসিনো অর্থনীতি নিয়ে কেন ভাবতে হচ্ছে? তুমি কি ক্যাসিনো ব্যবসায় জড়িত? না স্যার, তা নয়। ভাবছি বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য যদি আমরা ক্যাসিনো চালু করি, তবে হয়তো দেশের উপকার হবে! অবাক কাণ্ড। তুমি দেশের কোথায় ক্যাসিনো চালু করার কথা ভাবছ। স্যার কক্সবাজারে, পর্যটন অঞ্চলে চালু করা যায়। বললাম, তুমি কি সোসিওলজি পড়েছ? কেন স্যার? সমাজ সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে বলে তো মনে হয় না। তুমি কি মনে করো, কক্সবাজারে ক্যাসিনো চালু করলে বাংলাদেশের সমাজ তা গ্রহণ করবে? সে কিছু একটা বলতে চাইল। বললাম, সমাজের সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা, সমস্যা তৈরির জন্য নয়।

এর পর পরই রুমে এল আরেকজন। স্যার, আমিও একটি গবেষণার বিষয় পেয়েছি? আলোচনা করতে চাই। কী বিষয়ে তুমি গবেষণা করতে চাও? স্যার, আমার মনে হয় বাংলাদেশে লাস ভেগাসের মতো একটি শহর তৈরি করা যায়। তবেই আমাদের জিডিপি বেড়ে যাবে। আমরা উন্নত দেশে পরিণত হতে পারব। আমি স্তব্ধ। কারণ এবারের ছাত্রটি আসলে ছাত্রী! আচ্ছা, তোমার মাথায় উন্নত বাংলাদেশ তৈরির জন্য আর কোনো বুদ্ধি এল না? স্যার, সারা পৃথিবীর মানুষ পর্যটক হয়ে দেশে এলে আমাদেরই লাভ হবে। আমরা উন্নত হব। কী বলব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বললাম, গবেষণার কারণ হলো জ্ঞান অনুসন্ধান। তুমি যদি জানোই যে বাংলাদেশে লাস ভেগাসের মতো শহর তৈরি করলে আমরা উন্নত দেশে পরিণত হব, তবে গবেষণার প্রয়োজন নেই। সরকারকে উপদেশ দাও গিয়ে। তাতেই কাজ হবে।

আমার অবাক হওয়ার পালা যেন শেষ হওয়ার নয়। হঠাৎ করেই আমার এক সহকর্মী বলল, স্যার, দেখেছেন এক সচিবের কাণ্ড! কী কাণ্ড? তিনি কক্সবাজারে ক্যাসিনো স্থাপনের জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন। বলেছেন, বিদেশী পর্যটক আকর্ষণের জন্য তা করা যেতে পারে! কিছু বলে ওঠার আগেই বলল, তবে অর্থমন্ত্রী সঠিক জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সব ব্যবসা সব দেশে হয় না। স্বস্তি পেলাম যে দেশে এখনো কিছু কাণ্ডজ্ঞানপূর্ণ লোক আছে!

এরই মধ্যে আমার এক প্রকৌশলী সহকর্মীর সঙ্গে যাচ্ছিলাম একটি সেমিনারে। যেতে যেতে তিনিও একই কথা তুললেন। স্যার, ক্যাসিনো বিজনেস যে এতটা প্রকট, তা আগে বুঝতে পারিনি। তবে মনে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সবাই জানত। যেমন? যেমন পুলিশ, কাস্টমস, র‍্যাব সবাই জানত। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সংখ্যাটি তারা প্রকাশ করেছে। তাই মনে হচ্ছে সবকিছুই নাকের ডগায় ঘটছিল। বললাম, আপনাকে একটি ঘটনা বলি। ২০১৪ সালে বনানীতে আমি কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে কফি খাচ্ছিলাম। তাদের মধ্যেই হঠাৎ করে একজন বলল, ক্লাবের মেম্বারশিপ কিনে রাখো। দাম বাড়বে। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না কিসের ক্লাব! জিজ্ঞেস করায় বলল, এই যেমন গুলশান ক্লাব কিংবা উত্তরা ক্লাবের মতো ক্লাব। বললাম, দাম বাড়বে কেন? হেসে বলল, স্যার, এখন দাম কম কারণ ক্লাবগুলো মাত্র চালু হয়েছে। কিন্তু আগামী দুই বছরেই দাম হুহু করে বাড়বে। কভীবে? কারা ক্লাবে যাবে আর দামই বা কত? এই ধরেন এখন যেখানে দাম ২০-২৫ লাখ, তা আগামীতে ২-৩ কোটিতে ঠেকবে। বুঝলাম না। দাম কেন এত বাড়বে? কারা যাবে ক্লাবে? তুমি যাবে? আর গেলে কিনতে হবে কেন? বছরে কতদিন যাবে? সুইমিং করা কিংবা খেলাধুলার জন্য কেন একজন এত টাকা খরচ করবে? স্যার, দাম বাড়বে মদের লাইসেন্স পাওয়ার পর। মদ খাওয়ার জন্য লোকজন এ টাকা দেবে। আমার উৎসুক ওখানেই থেমেছিল। তবে ইদানীং পত্রিকায় সংবাদ পড়ে বুঝলাম তারা আমাকে যা সেদিন বলেনি, তা হলো ক্যাসিনো চ্যাম্টার। এখন বুঝেছি ক্লাবগুলো মদ ও জুয়ার আড্ডা গড়ে তোলে বলেই দাম এতটা বাড়ে [যদি ভাবেন কারা এ আড্ডায় যায় আর কেন এত টাকা লোকসান দেয়? তবে শেষ পর্যন্ত পড়ুন। আমি লোকসানের কথা বলছি, কারণ এক দল লোকসান করে বলেই অন্য দল লাভ করে]।

গল্পটি শুনে আমার প্রকৌশলী সহকর্মী বললেন, স্যার, আমি আপনাকে আরেকটি গল্প বলি। বাংলাদেশের বহু স্থানে রয়েছে সরকারি গেস্ট হাউজ। আমার জানামতে, বহুদিন ধরেই এসব স্থানে জুয়ার (তাসের) আড্ডা হয়। কী বলেন? সরকারি গেস্ট হাউজে? কীভাবে? অতি সহজ স্যার। সরকারি কাজ শেষ হওয়ার পর কন্ট্রাক্টর যখন বিল নিতে আসে, তখন এসব গেস্ট হাউজে তাসের আড্ডায় জুয়া খেলার রীতি আছে। কেন? সেখানে আসে কন্ট্রাক্টররা বা তাদের প্রতিনিধি আর খেলা হয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে এবং সেই খেলায় কেবল কন্ট্রাক্টররা হারে! অবাক কাণ্ড। কিন্তু সরকারি ওইসব কর্মকর্তা বেশ চতুর। কারণ তারা মনে মনে ভাবছেন, 'ঘুষ তো খাইনি!' স্ত্রী-সন্তানদের বলতে পারেন, 'আজ তাসের আড্ডায় এত টাকা জিতে এলাম!' তবে স্যার, এখনকার দিনে কাজ শেষ হওয়ার পর এ খেলাটি হয় না। কেন? কারণ এখন টাকাটা দিতে হয় কাজ শুরু হওয়ার আগেই। আর বখরা নেয়ার লোকজন আগে থেকেই ওঁৎ পেতে থাকে। কোথায় কত টাকার কাজ হয় তা সবার নখদর্পণে। আচ্ছা এখন যখন ক্যাসিনো বা জুয়ার আড্ডা বন্ধ, তখন বখরা আদান-প্রদানের আর কোনো পথ কি খোলা আছে? ভাবতে লাগলাম।

বিষয়টি ভাবতে গিয়ে দেখলাম পত্রিকার আরো একটি সংবাদ। আইন পাস করার বছরখানেক পরও বাংলাদেশে এখনো নাগরিকত্বের নতুন আইনটি বাস্তবায়ন হয়নি। কারণ? তা কোনো এক মন্ত্রণালয়ে আটকে আছে। বিষয়টি নিয়ে পড়তে গিয়ে দেখতে পেলাম নতুন আইনে সরকারি উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ দেয়া হয়েছে। কারো স্ত্রী কিংবা পোষ্য সন্তান বিদেশী নাগরিক হলে তাদের ওই পদের অযোগ্য করা হয়েছে। অথচ বিদেশে স্ত্রী কিংবা ছেলেমেয়ে থাকলে লেনদেন বিদেশে বেগমপাড়াতেই করা যায়। দুদক বা সংশ্লিষ্ট অন্য কেউ তা ধরতে পারবে না। সরকারি পর্যায়ে দুর্নীতির সূত্র খুঁজতে শাশুড়ি ও শ্যালিকা তত্ত্ব আমাদের অনেকেরই জানা। ক্যাসিনো তত্ত্বটি নতুন। বিদেশে বেগমপাড়ায় লেনদেনের খবরও আমাদের জানা উচিত। দুর্নীতিবিরোধী অভিযান ও দেশের সমৃদ্ধির সফল নেতৃত্ব দেয়ার জন্য লিকুয়ান ইউয়ের কথা আমরা জানি। মালয়েশিয়ার মাহাথিরের কথাও আমরা জানি। মালয়েশিয়ার জনগণ তাই ৯০ বছর বয়সেও মাহাথিরকে আবারো প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছে। জনগণের মনে স্থান পেতে সরকারপ্রধানদের এর চেয়ে সহজ পথ আর নেই। এককালে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়া এ দেশে দুর্নীতির কবর রচনা করা হবে, আমরা সেই দিনের অপেক্ষায়।

স্যার, আমিও একটি গবেষণার বিষয় পেয়েছি? আলোচনা করতে চাই। কী বিষয়ে তুমি গবেষণা করতে চাও? স্যার, আমার মনে হয় বাংলাদেশে লাস ভেগাসের মতো একটি শহর তৈরি করা যায়। তবেই আমাদের জিডিপি বেড়ে যাবে। আমরা উন্নত দেশে পরিণত হতে পারব। আমি স্তব্ধ। কারণ এবারের ছাত্রটি আসলে ছাত্রী! আচ্ছা, তোমার মাথায় উন্নত বাংলাদেশ তৈরির জন্য আর কোনো বুদ্ধি এল না? স্যার, সারা পৃথিবীর মানুষ পর্যটক হয়ে দেশে এলে আমাদেরই লাভ হবে। আমরা উন্নত হব। কী বলব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বললাম, গবেষণার কারণ হলো জ্ঞান অনুসন্ধান। তুমি যদি জানোই যে বাংলাদেশে লাস ভেগাসের মতো শহর তৈরি করলে আমরা উন্নত দেশে পরিণত হব, তবে গবেষণার প্রয়োজন নেই। সরকারকে উপদেশ দাও গিয়ে। তাতেই কাজ হবে

ড. এ কে এনামুল হক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি